যে কারণে কার্তিকের ঘাড় ধরেছিলেন রোহিত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে ভারত। সিরিজের প্রথম ম্যাচে মোহালিতে ২০৮ রানের পাহাড় গড়েও হার এড়াতে পারেনি রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত।

সেই ম্যাচে ডিআরএস সংক্রান্ত বিভ্রান্তির সময় রোহিত শর্মাকে দীনেশ কার্তিকের ঘাড় চেপে ধরতে দেখা যায়। এ ঘটনাটি মিডিয়ার শিরোনামেও ছিল।

লাইভ ম্যাচে রোহিত শর্মা কেন সতীর্থ ক্রিকেটারের ঘাড় চেপে ধরলেন তার জবাব দিয়েছেন সেই ম্যাচে খেলা ভারতীয় তারকা ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব।

সূর্যকুমার যাদব বলেন, অনেক সময় স্টাম্পের পেছনে থেকেও বল যে ব্যাটসম্যানের ব্যাট ছুঁয়ে গেছে সেই শব্দ স্পষ্টভাবে শোনা যায় না। তবে মাঠের ডান বা বাম দিক থেকে শোনা যায়। মূলত সেটাই ছিল বিষয়। দীনেশ কার্তিক উইকেটের পেছনে থেকে বল যে ব্যাটসম্যানের ব্যাটের কানায় লেগে গেছে সেই শব্দ শুনতে পাননি। যে কারণে অধিনায়ক মজার ছলেই তার সঙ্গে এমনটি করেছেন। তাছাড়া তারা একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন এবং একসঙ্গে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছেন, যাতে তাদের মধ্যে মজার মুহূর্তগুলো অনুমোদিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে উমেশ যাদবের করা ১২তম ওভারের তৃতীয় বলে স্টিভ স্মিথের ব্যাটের কানায় লেগে বল গিয়ে উইকেটপিকার দীনেশ কার্তিকের গ্লাভসে জামা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সময় বৃত্তের মধ্যে ফিল্ডিংয়ে থাকা ভারতীয় ফিল্ডাররা আউটের জোরালো আবেদন করেন। কিন্তু উইকেটকিপার দীনশে কার্তিক আবেদনই করেননি। অথচ তারই আবেদন করার কথা ছিল।

সেই ওভারের শেষ বলে উমেশ যাদবের করা শর্ট বলটি মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বাউন্ডারি হাঁকাতে ব্যাট চালিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা ব্যাটসম্যান গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বলটি ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপার দীনেশ কার্তিকের গ্লাভসে গিয়ে জমা পড়ে। সতীর্থ ফিল্ডাররা আউটের আবেদন করলেও নীরব ছিলেন কার্তিক। একই ওভারে পরপর দুটি আউটের আবেদন না করায় তাকে সতর্ক করতেই মজার

ছলে কার্তিকের থুঁতনিসহ ঘাড় চেপে ধরেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

সেই সময়ে ধারাভাষ্য দিতে আসা ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা স্টার স্পোর্টসে বলেছেন, কখনো কখনো দীনেশ একটু বেশি শিথিল হয়ে যায়। যদিও সে জানে যে ব্যাটসম্যান আউট হয়েছে। রোহিত শর্মা যা করেছে তা ভালোই ছিল, তিনি তাকে সতর্ক করেছিলেন, তারা তাকে অন্তত আবেদন করতে বলেছিলেন।

নীলা এখন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার অহংকার

ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা বিজয়ী দলের খেলোয়াড় নিলুফার ইয়াসমিন নীলা এখন কুষ্টিয়াবাসীর গর্ব ও অহংকার। ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো কুষ্টিয়ার অন্যান্যদের তালিকায় নারী খেলোয়াড় নিলা সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি মুখ উজ্জল করেছেন কুষ্টিয়াবাসীর।

কুষ্টিয়ার মাটিতে দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা ও সামাজিক কুসংস্কার-প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধুলাসহ ফুটবল খেলায় তিনি এখন সফল নারী খেলোয়াড় হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্যমী ও সাহসী এই নারী ফুটবলারের সাফল্যে আনন্দে ভাসছে তার পরিবার ও এলাকাবাসী।

রিক্সাচালক বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিলুফার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর ও তার ছোট বোন সুরভী আক্তারের বয়স তখন ছিল মাত্র দেড়মাস। সে সময় মা বাছিরন আক্তার দুই মেয়ে নিয়ে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন। সাহস বুকে নিয়ে মা বাছিরন নিলুফারের নানী বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকায় কুঠিপাড়া চরে আশ্রয় নেন। তিনি শহরের একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে সামান্য বেতনে একটি চাকরিও শুরু করেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিলুফা ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শি

ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি ফুটবল খেলায়ও এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকাকালীন সময় ফুটবল খেলায় নাম লেখায়। এরপর অনূর্ধ্ব-১৪ তে কুষ্টিয়া জেলার হয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করি। এরপর রাজশাহীতেও ফুটবল খেলেছি। প্লানের ক্যাম্পেও অংশগ্রহণের পর জাতীয় দলে অংশগ্রহণ করি। গেলোবারে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশি কিশোরীরা চ্যাম্পিয়ন অর্জন করতে পেরে আমরা পুরো জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আনন্দিত। সম্প্রতি সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী দলের সদস্য হিসেবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। নীলার আক্ষেপ আমাকে কুষ্টিয়ার প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধি তেমন কেউ চেনে না বা জানেনা বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, ‘নিলার সাফল্যে আমরা কুষ্টিয়াবাসী গর্বিত।’ সাফজয়ী এই ফুটবলারের পাশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সব সময় থাকবে বলেও তিনি জানান।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ‘কুষ্টিয়ার নারী ফুটবলার নিলুফার সাফল্যে আমরা গর্বিত।’ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মামনা দেয়ার পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

জাতীয় ও বয়সভিত্তিক দলের নিয়মিত মুখ নিলুফা ইয়াসমিন নীলা খাতুন কুষ্টিয়ার সন্তান। তাই তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ প্রদান করতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদেরতদের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ বলেও মনে করেন সচেতনমহল।

এবার বাবরকে পেছনে ফেললেন সূর্যকুমার যাদব

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ থেকেই সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাবর আজমের। এশিয়া কাপে তার ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৬৩ রান। স্ট্রাইকরেটও কম ১২৮.৮১।

এশিয়া কাপের পর বুধবার প্রথম ব্যাট হাতে নেমে ২৪ বলে ৩১ রানের ইনিংস খেলেও বেশ পিছিয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক।

সতীর্থ মোহাম্মদ রিজওয়ানের কাছে শীর্ষস্থান হারিয়েছিলেন আগেই। এবার নেমে এলেন ৪ নম্বরে। তাকে টপকে তিনি এসেছেন ভারতের সূর্যকুমার যাদব। সে হিসেবে পাকিস্তান অধিনায়কের এখন র্যাংকিং চার।

বুধবার প্রকাশিত আইসিসির সর্বশেষ র্যাংকিংয়ে এমন চিত্রই মিলল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২৫ বলে ৪৬ রান করেন সূর্য। দুরন্ত ইনিংস তাকে র্যাংকিংয়ে তিন নম্বরে উঠতে সাহায্য করেছে।

র্যাংকিংয়ে যথারীতি শীর্ষস্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের কিপার-ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান। দ্বিতীয় স্থানে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মার্করাম।

এদিকে ধারাবাহিকভাবে রান করে যাচ্ছেন রিজওয়ান।করাচিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। রিজওয়ান ৮২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। তালিকায় সূর্যকুমার তার থেকে ৪৬ রেটিং পয়েন্টে পিছিয়ে আছেন। তার রেটিং পয়েন্ট ৭৮০। দক্ষিণ আফ্রিকার এডেন মার্করাম ৭৯২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন। বাবর আজমের পয়েন্ট ৭৭১। ইংল্যান্ডের মারকুটে ব্যাটার ডাভিদ মালান পঞ্চমে আছেন ৭২৫ পয়েন্ট নিয়ে।

১৪ নম্বরে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তার সংগ্রহ ৬০২ পয়েন্ট। বিরাট কোহলি আরও একধাপ নীচে নেমেছেন। ৫৯১ পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন তালিকার ১৬ নম্বরে। কেএল রাহুল ৫৮৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পাঁচ ধাপ এগিয়ে তালিকায় ১৮ নম্বরে উঠে এসেছেন। তবে শ্রেয়স ও ইশান দু’জনেই তালিকায় ২০-র পরে রয়েছেন।

তথ্যসূত্র: আইসিসি-ক্রিকেট ডট কম

হিমালয় জয় করে দেশে ফিরলেন সাবিনারা, উষ্ণ সংবর্ধনা

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। বিজয়ী মেয়েরা জয়ের ট্রফি হাতে দেশে ফিরেছেন।

বুধবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় সাবিনাদের বহনকারী বিমান। এ সময় তাদের বর্ণিল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের মিষ্টিমুখ করান বাফুফে কর্মকর্তারা।

বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, যুব ও ক্রীড়া সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও বাফুফে কর্মকর্তারা। তার পর মিষ্টিমুখ করানো হবে, এর পর অনুষ্ঠিত হবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্স। সেখানে ফুটবলাররা তাদের অনুভূতির কথা জানাবেন।

এর পর বিমানবন্দর থেকেই ছাদখোলা বাসে শুরু হয়েছে বিজয় উদযাপন। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে এ অভ্যর্থনা চলবে বাফুফে পর্যন্ত।

নারীদের এ বিজয় পুরো বাংলাদেশের। তাই এ বিজয় উদযাপন করার জন্য সবাইকে সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দুই গোল দেওয়া কৃষ্ণা রানী সরকার।

আলো ছড়ানো, আনন্দে জড়ানো এক টুর্নামেন্ট ছিল হিমালয়ের দেশে। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সোমবার সাফল্য-স্পর্শে শিহরিত লাল-সবুজের ফুটবলকন্যারা। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ। সাবিনা-সানজিদাদের অভূতপূর্ব সাফল্যস্নাত সন্ধ্যায় গর্বিত গোটা দেশ।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে মারিয়া-মনিকাদের বরণের উদ্যোগ নেয় আগে থেকেই। মঙ্গলবার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে বাফুফে সমন্বয়সভা করেছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়-বিজয়ী মেয়েদের সংবর্ধনা দেবেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

ছাদখোলা বাসে সাবিনাদের অভ্যর্থনা সম্পর্কে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ বলেন, বাসে সাবিনাদের চ্যাম্পিয়নশিপের ছবি দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। বাস যখন চলবে, তখন গান বাজবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একটি থিম সং তৈরি করেছে।

বাসটি বিমানবন্দর থেকে কাকলী, জাহাঙ্গীরগেট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, মৌচাক, কাকরাইল হয়ে বাফুফে ভবনে যাবে। বাফুফে ভবনে আরেক দফা বরণ করা হবে সাবিনাদের।

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করে প্রথমবার অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের এই অর্জনের জন্য সবাইকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন চ্যাম্পিয়নরা।

স্ট্রাইকরেট নিয়ে ট্রলের জবাবে যা বললেন বাবর

এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে ব্যর্থ বাবর। এখন অনেকেই বাবরের সমালোচনায় মুখর; বিশেষ করে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা। তবে দ্রুতই রানে ফিরবেন, এ বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। তবে বাবরের স্ট্রাইকরেট নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন অনেকেই।

পাকিস্তানের অধিনায়কের স্ট্রাইকরেট নিয়ে অনেকটা হাসি-তামাশাই করেছেন সাবেক পেসার ও পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের প্রধান কোচ আকিব জাভেদ। পিএসএলে বাবর খেলেন করাচি কিংসের হয়ে। করাচি ও লাহোর মুখোমুখি হলে নাকি বাবরকে আউট না করার পরামর্শই দিতেন আকিব জাভেদ। বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— ‘রান তাড়া করতে নেমে বাবর ধীরস্থিরভাবে ব্যাটিং করতে থাকে, তাতে দ্রুত রান তোলার চাপ বাড়তে থাকে।’

আকিব জাভেদ এমন কথা বললেও পরিসংখ্যান কিন্তু ভিন্নকথা বলছে। ২০২০ পিএসএলের ফাইনালে লাহোরের বিপক্ষে লো স্কোরিং ম্যাচে বাবরের

৪৯ বলে ৬৩ রানের ইনিংসেই শিরোপা জেতে করাচি। ২০১৯ সালে বাবরের ৪৬ বলে ৬৯ রানের ইনিংসে লাহোর হারে ১০ উইকেটে। এ দুই ম্যাচেই লাহোর কালান্দার্সের মাত্র একজন ব্যাটসম্যান বাবরের চেয়ে বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেছেন।

বাবরের স্ট্রাইকরেট আর আকিব জাভেদের সমালোচনার জবাবে বাবর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এমন কথা তিনি একবারেই গায়ে মাখেন না, ‘সাবেক ক্রিকেটাররা তাদের মতামত দিতেই পারেন, তবে অনেকেই ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন, এটি হতাশাজনক। আমরা যে সময়টার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সাবেক ক্রিকটাররা এ সময়টা পার করে এসেছেন। তারা জানেন আমাদের কত দায়িত্ব, কতটা চাপের মধ্যে আমরা আছি। ব্যক্তিগতভাবে এসব সমালোচনা আমি গায়ে মাখি না।’

১৭ বছর পর পাকিস্তানে সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। এ সিরিজেই হারানো ফর্ম ফিরে পেতে মরিয়া বাবর, ‘এ সিরিজ আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সিরিজেই ফর্মে ফিরতে চাই। খারাপ সময় থেকে বের হয়ে আসতে খুব কঠিন করে ভাবতে চাই না, সব কিছু সহজ করেই দেখতে চাই। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখাটাই জরুরি। আমি জানি, আগে ভালো করেছি, ভবিষ্যতেও ভালো করব। মানুষ সবসময়ই কথা বলবে— এমনকি ভালো খেললেও। তাদের কথা কানে না নেওয়াই ভালো।’

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সাবিনাদের শিরোপা জয়

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেরা ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

সোমবার নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ। এনিয়ে পাঁচবার সাফের ফাইনালে খেলে শিরোপা হাতছাড়া করে নেপাল।

১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দশরথের গ্যালারি ছিল কাণায় কাণায় পূর্ণ। গ্যালারিতে নেপালি সমর্থকদের আধিপত্য। নেপালে থাকা

বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রাণী সরকার গোল করে বাংলাদেশকে জয়ের সুবাতাস দেন। ৭৭ মিনিটে মিডফিল্ড থেকে পাওয়া থ্রুতে তিনি আগুয়ান গোলরক্ষককে দারুণভাবে পরাস্ত করেন। কৃষ্ণার এই গোলেই বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

স্বপ্নের ফাইনালে ১-০ গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ

মেয়েদের সাফে প্রথম শিরোপা জয়ের দুয়ারে বাংলাদেশ। স্বাগতিক নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সোয়া ৫টায় খেলাটি শুরু হয়েছে।

সাফের ষষ্ঠ আসরে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফাইনালে খেলছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৬ সালে শিলিগুড়িতে স্বাগতিকর ভারতের কাছে ৩-১ গোলে হেরে শিরোপার হাতছাড়া করে। আজ সেই আক্ষেপ ঘোচাতে চান মেয়েরা।

অন্যদিকে নেপাল সাফে এনিয়ে পঞ্চমবার ফাইনালে খেলছে নেপাল। আগের পাঁচবারের ফাইনালেই ভারতের কাছে হারের তেতো স্বাদ পেয়েছে তারা।

আগের সব সাফে বিজয়ী ভারত এবার বিদায় নিয়েছে সেমিফাইনাল থেকে। এবার ফাইনালে ওঠার পথে গ্রুপপর্বে ভারতকে প্রথমবার হারিয়েছে বাংলাদেশ।

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ তো বটেই, কোনো ম্যাচেই নেপালকে এখন পর্যন্ত হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। ৮ ম্যাচে হার ৬টিতেই, ড্র দুটি।

সাফের সবশেষ দেখায় ২০১৯ সালে বিরাটনগরে সেমিফাইনালে স্বাগতিকদের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। গত বছর সেপ্টেম্বরে নেপালে গিয়ে দুই ম্যাচের একটিতে ছিল ২-১ ব্যবধানের হার, অন্যটি হয়েছিল গোলশূন্য ড্র।

‘কোনো সন্দেহ নেই, অস্ট্রেলিয়ায় এরা চমক দেখাবে’–অ্যালান ডোনাল্ড

অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বাজি ধরেছেন বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই, অস্ট্রেলিয়ায় তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, এবাদত হোসেন, হাসান মাহমুদ ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনরা চমক দেখাবে। সবচেয়ে বড় কথা একজন ফাস্ট বোলারের যে মানসিকতা থাকা দরকার সেটা এখন বাংলাদেশ দলের পেসারদের মধ্যে অনেকটাই এসেছে।

দেশের একটি জাতীয় দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড আরও বলেন, পেসাররা এখন বোলিং করতে গিয়ে মার খাওয়ার ভয় পায় না। এটা আমার জন্য বিরাট একটা অর্জন। ডেথ ওভার বোলিং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিন কাজ। বোলারের জন্য ম্যাচের উত্তাপটা সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছায় ঠিক তখন ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং।

পেসার এবাদতকে নিয়ে ডোনাল্ড বলেন, অস্ট্রেলিয়ার সব মাঠে এবাদত কার্যকর হতে পারেন। খুব বেশি মুভমেন্ট থাকবে না কিন্তু ওই অতিরিক্ত গতি, যেটা এবাদতের আছে, সেটা ব্যাটসম্যানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এলোমেলো করে দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় কমপক্ষে ১২-১৪ ওভার পেস বোলিং করতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমানের ফর্ম নিয়ে ডোনাল্ড বলেন, আমরা দেখেছি সে ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা ধারাবাহিক। গত কয়েক মাসে সে হয়তো সেই পুরনো ছন্দে নেই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি- চাপের মুহূর্তে ইয়র্কার দেওয়ার আত্মবিশ্বাস যখন থাকবে না, যখন শুধু স্লোয়ার বলের ওপর নির্ভর করবেন, তখন কাজটা খুবই কঠিন হয়ে যায়। আমি ওর সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলেছি। আশা করছি, যেখানে সে ছিল, আমি তাকে

‘ভক্তদের একটাই দাবি , বিশ্বকাপে রিয়াদকে চাই’

‘বুড়ো’দের ছাঁটাই করে তরুণ দল তৈরির পরিকল্পনায় বলি হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনও পারফর্ম করতে না পারা নাজমুল হোসেন শান্তকে নিলেও অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহের ঠাঁই হয়েনি আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে।

টি-টোয়েন্টিতে ২ হাজারের বেশি রান করা মাহমুদউল্লাহর বিশ্বকাপে ঠাঁই না হওয়াতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

বিশ্বকাপ দলে মাহমুদউল্লাহকে ফেরাতে শুক্রবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এক নম্বর গেটের সামনে মানববন্ধন করেছেন তাদের কয়েকজন। তাদের স্লোগান, ‘দাবি মোদের একটাই, বিশ্বকাপে রিয়াদকে চাই’।

ব্যানার- ফেস্টুন নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন তারা।

মানববন্ধনে বিশ্বকাপ দলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে অন্তর্ভূক্তির দাবিসহ নানা স্লোগান দিতে দেখা যায় তাদের।

এ বিষয়ে মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এক মাহমুদউল্লাহভক্ত বলেন, ‘আমাদের দাবি একটাই। এই বিশ্বকাপে রিয়াদ ভাইকে সুযোগ দেওয়া হোক। উনি অবশ্যই ভালো করবেন। আমাদের বিশ্বাস উনি একজন ভালো অলরাউন্ডার।
’

আরেকজন বলেন, ‘রিয়াদ ভাইয়ের ভক্ত হলেও এটা স্বীকার করছি যে, টি-টোয়েন্টিতে যেভাবে ব্যাটিং করা উচিত সেভাবে পারছেন না তিনি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কে পারছেন? অন্যরা তো রিয়াদ ভাইয়ের মতো স্কোরও করতে পারছেন না। আমরা রিয়াদ ভাইয়ের চেয়ে ভালো অপশন

দেখছি না।’

টি-টোয়েন্টি দলে আর কেউ ভালো করছে না দেখেই মাহমুদউল্লাহকে ফেরানোর বিষয়টি সামনে আনেন এক ভক্ত।

তিনি বলেন, ‘জিম্বাবুয়ে সিরিজে বিশ্রামের কথা বলে উনাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর যখন দল খারাপ করেছে, তখন উনাকে ফেরানো হয়েছে, উনি একটি ভালো ইনিংস খেলেছেন। আমি মনে করি রিয়াদ ভাইয়ের ভেতরে যে ব্যাটিং সক্ষমতা আছে, আর উনার যে অভিজ্ঞতা সেটা দিয়ে অবশ্যই ফিরে আসতে পারবে। ’

একজন ক্রিকেটপ্রেমী বলেন, বিশ্বকাপে দলে যেহেতু তামিম, মুশফিক নেই। অন্তত অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহকে রাখা যেত। টি-টোয়েন্টিতে তার ক্যাপ্টেন্সির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারতেন সাকিব। দেশের মাটিতে রিয়াদের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে হারানোর সিরিজ আমরা ভুলে যাইনি।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ দলে রাখা হবে না – তা আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। অবসরের বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল মাহমুদউল্লাহকে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি তিনি।

ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদন এমনটাই জানিয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, মাহমুদউল্লাহকে সসম্মানে বিদায় জানাতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। জাতীয় দলে তার অবদানের প্রতি সম্মান রেখে নাকি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজে বিদায়ী ম্যাচের প্রস্তাব দিয়েছিল বিসিবি। কিন্তু মাহমুদউল্লাহ তাতে রাজি হননি।

মাহমুদউল্লাহ জানিয়েছেন, আরও ২ বছর খেলতে চান তিনি। বিশ্বকাপে ঠাঁই না হলেও বিপিএলে পারফর্ম করে ফের দলে ফিরবেন বলে আশাবাদী দ্য সাইলেন্ট কিলার।

ওমরাহ পালনে সৌদি গেলেন টাইগার অলরাউন্ডার

ভাগ্য খুলেনি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলের দুর্দান্ত পারফরমার শেখ মাহেদী হাসানের। সাকিবের চেয়েও কম রান দিয়ে তার জায়গা হয়নি বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডে।

মূলত কম্বিনেশনের কারণে জায়গা হয়নি এ স্পিন অলরাউন্ডারের। তবে রিজার্ভে রাখা হয়েছে তাকে। যে কারণে আপাতত ক্রিকেট নিয়ে ভাবছেন না এই অলরাউন্ডার। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলেন ধর্মীয় কাজে। পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন মাহেদী।

বৃহস্পতিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের ফ্লাইটে সৌদি আরবের উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন মাহেদী। ওমরাহ পালনের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন মাহেদী নিজেই।

তিনি বলেন, পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে ২২ তারিখ দেশে ফিরব।

মূলত অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স বিবেচনায় জাতীয় দলে কার্যকরি হয়ে ওঠেছেন একজন ক্রিকেটার মাহেদী।

বাদ পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ বা হতাশার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি এ স্পিন-অলরাউন্ডার।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করে মাহেদী হাসান লেখেন, ‘সবকিছুর জন্যই আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, আমি খুব দ্রুতই আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব। আমাকে আপনাদের দোয়ায় সামিল করবেন।’

মাহেদী জানান, ২০২১ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইকনোমি রেটে রান দেওয়া স্পিনার তিনি। এই পরিসংখ্যানে সাকিব আল হাসান ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পার মত বোলারকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। যেখানে মাহেদীর ইকনমি রেট ৫.৭০ সেখানে সাকিবের ৬.৩০।

আইসিসির নতুন প্রকাশিত র্যাংকিংয়ে দেখা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা বোলার এ মুহূর্তে মাহেদী হাসান।

তার থেকে চার ধাপ পেছনে সাকিব আল হাসান। মাহেদী রয়েছেন ১৫ নম্বরে আর সাকিব ১৯ নম্বরে।

প্রসঙ্গত, শেখ মাহেদী এখন পর্যন্ত মাত্র ৩টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলেছেন। নিয়েছেন দুটি উইকেট। তবে টি-টোয়েন্টিতে তার ক্যারিয়ার তুলনামূলক সমৃদ্ধ। এখন পর্যন্ত ৩৮ টি-টোয়েন্টিতে ৬.৫৬ ইকনমিতে মাহাদি উইকেট শিকার করেছেন ৩০টি। যে কোনো তারকার জন্য এ পারফরর্মান্স চোখ ধাঁধাঁনো। টি-টোয়েন্টিতে রানও করেছেন ২৫৯।